১২-০৯-১৬ প্রাতঃমুরলী ওমশান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- "মনমনাভবের" মন্ত্র পাক্কা (মজবুত) করাও , এক বাবাকে সদা অনুসরণ (follow) করো -- একেই বলা হয় বাবার সহযোগী হওয়া"

প্রশ্ন -- পুরুষোত্তম হওয়ার সহজ আর শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ কি ?

উত্তর -- হে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য প্রস্তুত বাচ্চারা-- তোমরা সদা শ্রীমতে চলতে থাকো । এক বাবাকে স্মরণ করো আর কোনো বিষয়ে ইন্টারফিয়ার (হস্তক্ষেপ) কোরো না । খাওদাও সবকিছু করো কিন্তু বাবাকে স্মরণ করতে থাকলেই পুরুষোত্তম হয়ে যাবে । পুরুষোত্তম তারাই হয় , যাদের ওপর বৃহস্পতির দশা রয়েছে। তারা কখনও শ্রীমতের অবজ্ঞা করে না। তাদের দ্বারা কখনও কোনো উল্টো কর্মও হয় না ।

গীত --: ওম নমঃ শিবায় .....

ওম শান্তি । এই মহিমা কার করা হয়েছে? এক হল পরমপিতা পরমাত্মার, আর যারা ভালো কর্ম করে তাদেরও মহিমা অবশ্যই হয় । যারা খারাপ কর্ম করে তাদের নিন্দা করা হয় । যেমন আকবর (১৫৫৬-১৬০৫), তার অনেক সুখ্যাতি(মহিমা) ছিল আর অপরদিকে ঔরঙ্গজেবের(১৬৫৮-১৭০৭) বদনাম (নিন্দা) ছিল । রামের মহিমা (পূজো) করে আর রাবণের নিন্দা করে । ভারতেই রামরাজ্য আর রাবণরাজ্য দুটোই প্রসিদ্ধ । রামরাজ্যকে বলা হয় পুরুষোত্তম রাজ্য আর রাবণরাজ্যকে বলা হয় আসুরী রাজ্য । বাচ্চারা তো এবার সঙ্গমযুগ সম্পর্কেও জেনেছে । এটাই হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ । এই ভারতকে পুরুষোত্তম বানাতেই হবে । যারা আছে ,তাদেরও পুরুষোত্তম বানাতে হবে আর বাসস্থানকেও পুরুষোত্তম বানাতে হবে । ভারতকেই স্বর্গ বলা হয় , ভারতে যারা থাকে তাদের দেবীদেবতা, স্বর্গবাসী বলা হয় । তাই দুটোই উত্তম হয়ে ওঠে । সবাই জানে যে নতুন দুনিয়া খুব উত্তম হয় আর পুরোনো দুনিয়া কনিষ্ঠ হয় । যেমন দুনিয়া, সেইরকম অধিবাসী । গায়নও আছে , ভারত নতুন, আবার ভারতই পুরোনো হয়, আর কোনো খন্ডকে নতুন খন্ড বলা যাবে না । এমন নয় যে নতুন দুনিয়ায় নতুন আমেরিকা, নতুন চায়না হয়, না , নতুন দুনিয়ায় শুধুমাত্র নতুন ভারতের নাম গাওয়া হয়েছে , এইজন্য নিউ ইন্ডিয়া বলা হয় । নতুন ভারতের নাম তো রাখা হয় কিন্তু তা অর্থ না বুঝেই । নিউ ইন্ডিয়া আবার এখন কোথা থেকে আসছে ! নতুন ইন্ডিয়ায় তো দিল্লি পরীস্তান হয় । এখন পরীস্তান কোথায় আছে । তোমরা বাচ্চারা পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য এখানে এসে থাকো । উচ্চ থেকে উচ্চ হল বৃহস্পতির দশা। পুরুষোত্তম হলে বৃহস্পতিবার দশা স্থায়ী হয় । তোমরা জানো যে নতুন দুনিয়ার স্থাপন করতে বেহদের বাবা দ্বারা আমরা বেহদের সুখ প্রাপ্ত করার পুরুষার্থ করছি । সত্যযুগে পুরুষোত্তম হয় , তারপর নীচে আসলে মধ্যম তারপর কনিষ্ঠ হয় । তোমরা বাচ্চারা জানো যে এবার বাবা আমাদের সতোপ্রধান, সত্যযুগী স্বর্গবাসী পুরুষোত্তম বানাচ্ছেন । এ তো খুবই সহজ। এর জন্য না তো কোনো খাওয়ার ওষুধ প্রয়োজন, না অন্য কোনো কিছু করতে হবে, শুধু স্মরণ করতে হবে , এইজন্য বলা হয়েছে সহজ স্মরণ। স্মরণের দ্বারাই পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হওয়া যায় । সবাইকে মুক্তি অবশ্যই পেতে হবে । বাবা বলেন আমি সকলের সদ্গতি দাতা, সেই কারণে মানব শরীরের নাশ তো অবশ্যই হতে হবে । আমি আত্মাদের পবিত্র বানিয়ে নিয়ে যাব । এবার ফেরত যাওয়ার জন্য তৈরী হতে

হবে । বাবা তৈরী করাচ্ছেন কারণ আত্মাদের ডানা ভেঙ্গে গেছে অর্থাৎ আত্মা তমোপ্রধান হয়েছে । তোমরা যোগবল দ্বারা পবিত্র হওয়ার পরিশ্রম করছো । যারা করছে না, তাদের হিসেব নিকেশ দিতে হবে , তার জন্য চিন্তা করার কিছু নেই । বাচ্চাদের কাজ হল বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ অধিকার প্রাপ্ত করা আর বাবার সাহায্যকারী (helper) হয়ে সহযোগী হওয়া । বাবারও সহযোগিতা বাচ্চাদেরও সহযোগিতা, এবার কিভাবে সহযোগিতা করবে , সেসব বাবাকে দেখে অনুসরণ করো । সকলকে আমার (শিববাবার) মন্ত্র দিতে থাকো । পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য বাবা কল্পে কল্পে এসে বলেন যে পতিত থেকে পবিত্র হওয়া, আমার স্মরণ ছাড়া হবে না । আমি কোনো গঙ্গা স্নান করাই কি ? শুধুমাত্র মহামন্ত্র স্মরণ করতে হয়, "মনমনাভব" । এর অর্থ হল আমাকে (শিববাবাকে) স্মরণ করলে তোমরা পবিত্র হয়ে পুরুষোত্তম হয়ে স্বর্গের মালিক হবে । স্ত্রী পুরুষ দু'জনেই পবিত্র মনোভাবের মালিক হবে । সব কথাই বাবা বিস্তারিত ভাবে বোঝান । তুমি প্র্যাক্টিকাল-এ সেটা হও। তোমরা জানো ভগবান এসে বাচ্চাদের পুরুষোত্তম বানান, সেই কারণে তখনই তো বলা হয়, পতিতদের পবিত্র করতে হে পতিত পাবন এসো । পুরুষোত্তম মাসের অনেক মহিমা শোনানো হয় ,তাইনা! তাই এই পুরুষোত্তম যুগের অনেক সুখ্যাতি আছে । কলিযুগ অর্থাৎ রাতের পর দিন অবশ্যই হতে হবে । দুঃখের পরে সুখ আসে এই শব্দগুলো তো একেবারে পরিষ্কার । স্ত্রী পুরুষ উভয়েই উত্তম থেকে উত্তম, শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ তৈরী হয় কারণ সেটা হল প্রবৃত্তি মার্গ । সত্যযুগের তো খুবই সুখ্যাতি, তাকে সুখধাম বলা হয় । সন্ন্যাসীরা তো দ্বাপরে আসে ,আর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করে উত্তম হয় , এইজন্য পতিত মানুষ গিয়ে তাদের সামনে মাথা নোয়ায় । পবিত্রের সামনে অপবিত্ররা মাথা নোয়ায়, এটা তো একেবারেই স্বাভাবিক বিষয় । পতিতপাবন বাবাকে না জানার কারণে পতিত পাবনী গঙ্গাকে পবিত্র মনে করে মাথা নোয়াতে থাকে । গঙ্গা আর সাগরের মেলা হয়। তোমাদের বাচ্চাদের বাবা খুবই পরিষ্কার (ক্লিয়ার) করে বোঝাচ্ছেন, তারপর বাবা বলেন যে কোটিতে কেউ, আবার তার মধ্যে কেউ এইসব কথা বোঝে । এর মধ্যেও কেউ কেউ অবাক হয়ে শোনে, একে অপরকে জ্ঞান শোনায়, তারপর বাবার থেকে দূরে সরে যায়, তারপর পালিয়ে যায়, আর ডিসসার্ভিস করে ফেলে (আশ্চর্যবত সুনন্তী, কথন্তী, ফারকতী দেবন্তী,ভাগন্তী, ডিসসার্ভিস করন্তী) । সার্ভিস আর ডিসসার্ভিস দুটোই হতে থাকে। তাদের সংখ্যাও কম নয়, যারা বাবাকে জানতে বা চিনতে পারে না বলে পালিয়ে যায়। । তুমি পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মা হচ্ছ । তারপর যদি বাচ্চারাই বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর ডিসসার্ভিস করে তাহলে কত বড় পাপ হয় ! রাবণ সকলকে মহাপাপী বানায় কিন্তু যারা বাবার হয়ে যাওয়ার পরে ডিসসার্ভিস করে তাদের জন্য ট্রিব্যুনল বসে। ভক্তি মার্গে কেউ এত কঠিন শাস্তি ভোগ করে না , কিন্তু এখানে বাবার হওয়ার পর ডিসসার্ভিস করলে বাবার যে রাইট হ্যান্ড আছে-- ধর্মরাজ, এই কারণে বাবা বলেন বাচ্চারা আমার সার্ভিসে সহযোগী (মদদগার) হয়ে উল্টো কর্ম কোরো না । ডিসসার্ভিস করলে তো অবলাদের (দুর্বল মানুষদের) ওপরে বিঘ্ন সৃষ্টি হবে। মাতাদের ওপরে বাবার খুব দয়া হয় । ভগবান তো দ্রৌপদীরও পা টিপেছিলেন,তাই না! দ্রৌপদী আমার ডেকেছিল বিবস্ত্র হওয়া থেকে রক্ষা করতে । বাবা মাতাদের মাথায় কলস রাখেন । প্রথমে মাতারা, পরে পুরুষ। কিন্তু আজকাল পুরুষদের মধ্যে অহঙ্কার এসে গেছে যে আমি হলাম স্ত্রীর গুরু, স্বামী হল ঈশ্বর আর স্ত্রী তার দাসী । এখানে বাবা নিরহঙ্কারী হয়ে মাতাদের পা টেপেন । তোমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে গেছো । আমি (শিববাবা) তোমাদের ক্লান্তি দূর করতে এসেছি । তোমাদের মাতাদের তো সকলেই তিরস্কার করে । সন্ন্যাসীরা স্ত্রীকে ত্যাগ করে চলে যায় । কেউ আবার পাঁচ সাতটা বাচ্চাকে সামলাতে না পেরে বিরক্ত হয়ে পালিয়ে যায় । তাদের পৃথিবীতে এনে ফেলে চলে যায় । বাবা বলেন আমি কাউকেই ভুল পথ দেখাই না আর না

ফেলে দিই। আমি (শিববাবা) হলাম সকলের দুঃখহর্তা আর সুখকর্তা । মায়া এসে দুঃখী করে। তবে এটাও একটা খেলা । অজ্ঞানকালে মানুষ ভাবে যে ভগবানই দুঃখ সুখ দেন কিন্তু বাবা (ঈশ্বর) এইসব ধান্ধা করেন না । এসব তো কর্মের অনুসারে ড্রামা তৈরী হয়েছে । যে যেরকম কর্ম করে , সেইরকম সে ফল ভোগ করে । এই সময়ে শ্রেষ্ঠ কর্ম করার কথা । কর্ম নিয়ে অনুতাপ করবার সময় নয় । কেউ রোগে ভুগলে, দেউলিয়া হয়ে গেলে তখন কর্ম বা কর্মফল নিয়ে অনুতাপ করে । তোমরা বাচ্চারা কত সৌভাগ্যশালী যে একুশ জন্মের জন্য কখনও তোমাদের কর্ম নিয়ে অনুতপ্ত হতে হয় না । কত ভালো ফল প্রাপ্তি হয় । তাই বাবার শ্রীমতে চলা দরকার । বাবা আর কোনো বিষয়েই ইন্টারফিয়ার করেন না । খাওদাও সবকিছুই করো কিন্তু বাবাকে আর বর্সাকে স্মরণ করো । তুমি বলো আমরা পতিত তাই বাবা পবিত্র হওয়ার জন্য যে উপায় বলছেন, সেই মতো চলো । শুধুমাত্র স্মরণে পরিশ্রম আছে । মায়ার তুফানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, গুপ্ত পরিশ্রম করতে থাকো । জ্ঞানও গুপ্ত, শুধু মুরলী চালানো তো প্রত্যক্ষ হয় । শুধুই এই বাণীর দ্বারাই তোমরা পবিত্র হবে না । স্মরণের দ্বারাই পবিত্র হতে হবে । তাই বেহদের বাবাকে স্মরণ করা আর বাবার মদদগার হওয়া দরকার । রুহানী হাসপাতাল আর ইউনিভার্সিটি খোলারও পুরুষার্থ করো । কোনো ভালো জায়গায় গিয়ে ভাষণ করো । তোমাদের হাতে বই-পত্র নিতে হবে না । তোমাদের ভেতরেই সমস্ত জ্ঞান রয়েছে, আর বোঝাবার জন্য ঝাড় (কল্পবৃক্ষ), ত্রিমূর্তি, সৃষ্টিচক্রের রহস্য সবাইকে বোঝাতে হবে । বাবা বলেন আমি ব্রহ্মা দ্বারা ব্রাহ্মণ রচনা করি । ব্রাহ্মণদের মূল লক্ষ্য বিষ্ণু তো সামনেই রয়েছে । যিনি তাঁকে বানিয়েছেন, সেই শিক্ষক নিরাকার (শিববাবা) তো হলেন নিরাকার । গাওয়াও হয়ে থাকে-- ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা, বিষ্ণু দ্বারা পালনা ..... কল্পে পূর্বেও এইরকম চিত্র বানানো হয়েছিল । দেখো সাইন্সের সাহায্যে কত মিসাইল ইত্যাদি তৈরী করে । তোমাদের বাচ্চাদের পুরুষোত্তম হওয়াতেই পরিশ্রম, কারণ জন্মজন্মান্তরের বোঝা যে মাথায় আছে । সেকেন্ডে বাগদান হয়ে গেছে, এবার আত্মাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, যার ফলে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হওয়া যায় ।

বাবা বলেন-- মনমনাভব, তুমি হলে কর্মযোগী । স্মরণের চার্ট রাখা দরকার । তোমার লড়াই হল মায়ার সাথে । লড়াই খুব কঠিন । তুমি চেষ্টা করবে আর মায়া ভুলিয়ে দেবে । জ্ঞানে কোনো অসুবিধা হয় না । আত্মায় চুরাশী জন্মের সংস্কার ভরা রয়েছে । এটা হল অনাদি পুর্ব রচিত ড্রামা। এই চক্র ঘুরতেই থাকে । বন্ধ হওয়ার নয় । সৃষ্টি রচনা করা হয়েছে কেন, এই প্রশ্ন কখনোই ওঠে না । আত্মা কেমন করে বদলাবে! নতুন আত্মা তো আসে না । আত্মারা যারা আছে,তারাই থাকে , কম বেশী হয় না । সমস্ত অভিনেতারাই রয়েছে । তুমি হলে বেহদের অভিনেতা, যাদেরই তোমরা দেখো, সে সংখ্যক অভিনেতাই ড্রামাতে রয়েছে, আর এতই আবার হবে । কেউই মোক্ষ প্রাপ্ত করে না । মানুষ আবাগমনের (আসা-যাওয়ার) চক্র থেকে মুক্তি চায় , কিন্তু মুক্তি পায় না । যারা পার্ট প্লে করতে আসে , তাদেরই আবার আসতে হয় । বাবা বলেন আমাকেও এই পতিত দুনিয়ায় আসতে আর যেতে হয় । কল্পে কল্পে আমি এসে থাকি । যখন আমাকে আসতে হয় ,তাহলে বাচ্চাদের কিভাবে আসা বন্ধ হতে পারে! তুমি চুরাশী বার শরীর ধারণ করেছো, আমি (শিববাবা) এক-ই বার আসি । আমার আসা যাওয়া খুবই আশ্চর্যজনক! তাই তো গাওয়া হয় যে তোমার মতিগতি তুমিই জানো ..... সদ্গতি করার জন্য যে নির্দেশ (মত) আছে, সেটাও তুমিই জানো আর কেউই জানে না । তারা গান গায় আর তোমরা প্র্যাক্টিকাল করো । মূল কথা হল স্মরণের, তারপর তো অন্ধের যষ্টি হতে হবে । এটা হল পুরুষোত্তম সঙ্গমযুগ । পাঁচ হাজার বছর

পরে আসে । পুরুষোত্তম মাস তিন বছর পরে আসে । এইসব হল ভক্তি মার্গ । তাদের যন্ত্র মন্ত্রের অনেক বই-পত্র রয়েছে । এখানে সেসবের কোনো প্রয়োজন হয় না । ভক্তি যারা করে না তাদের অধার্মিক বা নাস্তিক বলা হয় । তাদের রাজী করাবার জন্য নিমিত্ত হয়ে তোমাদেরকেই কিছু করতে হবে । বাবা বোঝাচ্ছেন, মিষ্টি বাচ্চারা কখনো ডিসসার্ভিস করার পুরুষার্থ কোরো না । কেউ কেউ বিশ্বাসঘাতক(Traitor) হয়ে যায়, তাদের বলা হয় অজামিল। অজামিল, সুরদাস ইত্যাদি কত গল্প-কথা রয়েছে। এ সবই হল ভক্তিমার্গের। তাদের থেকেই বেশী পাপ আত্মা হল তারা,যারা এখানে এসে আমার হয়ে আমাকে ধোঁকা দেয় আর আমার নিন্দা করে। তাদের জন্য ট্রিব্যুনল বসে । প্রতিজ্ঞা করে ডিসসার্ভিস করলে তো শাস্তি পেতেই হবে । পদ যেমন উচ্চ হয়, সেইরকম ভুলেরও কঠিন সাজা হয় । এইজন্য কোনো রকম অবজ্ঞা করা উচিত নয় । গাওয়াও হয় সত্গুরুর নিন্দুকের দাঁড়াবার স্থান জোটে না অর্থাৎ মূল যে লক্ষ্য-- নর থেকে নারায়ণ হওয়ার-- তা লাভ করতে পারে না । গুরুদেরও তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো যে গুরুর নিন্দাকারীর স্থান কোথায় ? সেই স্থানের কথা তারাও বলতে পারে না । বাবার নাম বা মান তারা নিজেদের মাথার ওপরে রেখেছে। শিক্ষক বলে যদি ভালো ভাবে না পড়বে তাহলে তো উঁচু পদও লাভ হবে না । তোমাদেরই পবিত্র হতে হবে এবং দেবীদেবতা হতে হবে । এখানে কেউই পবিত্র হয়নি । সকলকেই এখন পবিত্র হতে হবে । রাজ্য ভাগ্য একুশ জন্মের জন্য লাভ হয় , তাই শুধু এই অন্তিম জন্ম পবিত্র হতে হবে, কত বড় প্রাপ্তি! প্রাপ্তি না হলে কি এইরকম পুরুষার্থ করতো কেউ ? কিন্তু মায়া এমন যে উচ্চ পদ প্রাপ্তিতেই বিঘ্ন সৃষ্টি করে আর ফেলে দেয় । অহো মম্ মায়া ..... আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি(সিকীলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা আর বাপদাদার স্নেহ সুমন আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার –

১) কোনো প্রকারেরই ডিসসার্ভিসের কাজ করবে না । বাবার নিন্দা হয় এমন কোনো কাজ করবে না । বাবার আজ্ঞা অবমাননা করা(অবজ্ঞা) থেকে বাঁচতে হবে, পুরুষোত্তম হতে হবে ।

২) মায়ার তুফানে ভয় পাবে না । পবিত্র হওয়ার জন্য স্মরণে থেকে পুরুষার্থ করতে হবে ।

বরদান -- স্বমানে স্থিত থেকে বিশ্বের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তকারী দেহ-অভিমান মুক্ত ভব !

বিদ্যাভ্যাসের মূল লক্ষ্য হল দেহ অভিমান থেকে পৃথক হয়ে দেহী-অভিমানী হওয়া (আত্মা রূপে স্থিত হওয়া) । এই দেহ-অভিমান থেকে মুক্ত হওয়ার বিধি হল সদা স্বমানে স্থিত থাকা । সঙ্গমযুগের আর ভবিষ্যতের যা অনেক প্রকারের স্বমান আছে , তার মধ্যে কোনো একটি স্বমানে স্থিত থাকলে দেহ অভিমান মিটতে থাকে । যারা স্বমানে স্থিত থাকে তাদের স্বতঃতই সম্মান লাভ হয় । সদা স্বমানে যারা থাকে তারাই বিশ্ব মহারাজন তৈরী হয় আর বিশ্ব তাদের সম্মান করে ।

স্লোগান -- যেমন সময় সেইরকম নিজেকে মোল্ড করে নেওয়া-- এটাই হল রিয়্যাল গোল্ড হওয়া।